চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা

রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম জোরদার ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাজস্ব খাতের পরিসর বৃদ্ধির প্রচেষ্টাই রাজস্ব নীতির লক্ষ্য। দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কর্ম-সংস্থানমুখী, উৎপাদনশীল, বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, বেকারত্বের হার হ্রাস ও আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সম্পদ সঞ্চালন অব্যাহত রেখেছে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী করতে কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার চলতি অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি সত্ত্বেও এখনও রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির হার মন্থর। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ১,৮৫,০০৩.৬৯ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রা (১,৮৫,০০০.০০ কোটি টাকা) অপেক্ষা সামান্য বেশি। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১,২৬,৩৫৭.১০ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৫১ শতাংশ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫.৬৪ শতাংশ বেশি। জিডিপির শতকরা হারে সরকারি ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে; ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ১৩.৫৬ শতাংশ হতে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৬.৬১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও সরকারি বিনিয়োগ ক্রমবর্ধমান। বাজেটের বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং প্রকল্প সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিগত বছরগুলোতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপি ব্যয় হয়েছে সংশোধিত বরাদ্দের ৯০ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে আরএডিপি বাস্তবায়ন হার প্রায় ৪৬ শতাংশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এডিপি ব্যয়ের সিংহভাগ পরিচালিত হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পদ দ্বারা। বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের দ্রুত ও দক্ষ ব্যবহারের উপর জোর দেয়ায় বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের নীট প্রবাহ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কিছুটা বেড়েছে।

কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে জনগণের জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে সরকার রাজস্ব নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারি আয়-ব্যয় কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি উচ্চতর হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টা চালায়। রাজস্ব ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে সংস্কার কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া । সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সরবরাহ বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, খাদ্য ঘাটতি পূরণ, সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, অপরাধ দমন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ, মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ব্যবস্থার (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক) উন্নয়ন, ডিজিটাল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মসূচির প্রসার ও উন্নয়নে রাজস্ব নীতির নিরন্তর সংস্কার কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

সরকারি আয়

সরকারি আয়ের প্রধান উৎস হলো কর রাজস্ব। আর অবশিষ্ট রাজস্ব আসে কর বহির্ভূত উৎস হতে যেমনঃ ফি, মাসুল, টোল ইত্যাদি খাত হতে। বিগত আট বছরের রাজস্ব আয় এবং রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত সারণি ৪.১ ও লেখচিত্র ৪.১ - এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৪.১ রাজস্ব প্রাপ্তি

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
মোট রাজস্ব	৯৫১৮৮	১১৪৮৮৫	১৩৯৬৭০	১৫৬৬৭১	১৬৩৩৭১	১৭৭৪০০	২০০৮২১	২৫৯৪৫৩
কর রাজস্ব	৭৯০৫২	৯৪৭৫৪	১১৬৮২৪	১৩০১৭৮	১৪০৬৭৬	১৫৫৪০০	১৭৭৮২৪	২৩২৫০০
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১৬১৩৫	২২২৭৯	২২৮৪৬	২৬৪৯৩	২২৬৯৫	২২০০০	২২৯১৬	২৬৯৫৩
	স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) এর শতকরা হিসেবে (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)							
মোট রাজস্ব	১০.৩৯	১০.৮৯	১১.৬৫	১১.৬৬	১০.৭৮	১০.২৬	১০.১৬	১১.৬০
কর রাজস্ব	৮.৬৩	৮.৯৮	৯.৭৪	৯.৬৯	৯.২৮	৮.৯৮	৯.০০	১০.৩৯
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৭৬	২.১১	১.৯১	১.৯৭	১.৫০	১.২৭	১.১৫	১.২১

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্ত-সার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

লেখচিত্রঃ ৪.১ রাজস্ব প্রাপ্তি (২০১৭-১৮)

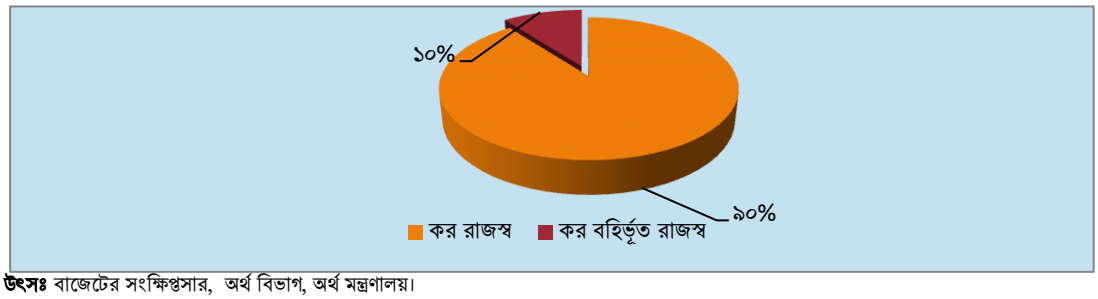

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তর/পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ে রাজস্ব সংগ্রহের হার একটি অন্যতম স্বীকৃত নির্ণায়ক। নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬ এর ভিত্তিতে মোট রাজস্ব-দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) অনুপাত ২০১২-১৩ অর্থবছরের ১১.৬৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১১.৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ ধারা কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০.৭৮ এবং ১০.২৬ শতাংশে। সারণি ৪.১-এর রাজস্ব আদায়ের ধারা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হ্রাস পেলেও ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা আবার বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১১.৬১ ও ১১.৬০ শতাংশে দাঁড়ায় । সারণি হতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ ৯০ শতাংশের ওপরে আসে কর রাজস্ব হতে যা প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরনের করের সমন্বয়ে গঠিত হয়। অবশিষ্ট রাজস্ব সংগৃহীত হয় কর-বহির্ভূত বিভিন্ন খাত হতে।

কর ব্যবস্থাপনা

সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাংলাদেশে কর নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ স্বল্পতম সময়ে অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা বক্স ৪.১ -এ দেয়া হলো:

বক্স ৪.১: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ কর আইন সংস্কারে সাতটি নীতি-নির্ধারণী দর্শন গৃহীত হয় এবং তার আলোকে করনীতি প্রণীত হয়:

(১) রাজস্ব যোগান (২) সমতা ও ন্যায্যতা বিধান (৩) প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা (৪) সামাজিক দায়িত্ব পালন (৫) কর পরিপালন বৃদ্ধি ও কর ফাঁকি রোধ (৬) আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা অনুসরণ এবং (৭) সহজীকরণ ও কর আইনের প্রায়োগিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রত্যক্ষ কর আইন সংস্কারের ফলশ্রুতিতে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ হলো-

(ক) উন্নত বিশ্বের মতো অপরিবর্তনীয় ৩০ নভেম্বর করদিবস (Tax Day) প্রবর্তন, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ইতিহাসে প্রথম। বেশীরভাগ করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করেছেন;

(খ) করদাতা নিবন্ধনে অভাবনীয় সাফল্য পাওয়া গেছে। ১১ লক্ষ নতুন করদাতাকে করনেটে আনা হয়েছে। প্রায় ৩০ লক্ষ করদাতা নিবন্ধন গ্রহণ করেছেন,যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা ২৫ লক্ষ অতিক্রম করেছে;

(গ) রিটার্ন দাখিলে প্রত্যাশার বেশি ফলাফল পাওয়া গেছে। ২০১৫-১৬ করবছরে দাখিলকৃত রিটার্নের সংখ্যা ছিল ১০.৯২ লক্ষ। ২০১৬-১৭ করবছরে তা ১৫.৫০ লক্ষ অতিক্রম করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫ লক্ষ;

(ঘ) কর আহরণে প্রবৃদ্ধিও আগের বছরের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আয়করে প্রবৃদ্ধি ছিল ১২.১৮ শতাংশ,যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৭.৭১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

উপর্যুক্ত অর্জনসমূহকে আরও সুসংহত করা এবং আগামী দশকের মধ্যে মোট রাজস্বের কমপক্ষে ৫০ শতাংশ আয়কর খাত হতে আহরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের করনীতি সংস্কারে আগের সাতটি অনুসৃত নীতির সাথে আরো পাঁচটি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে:

- **রাজস্ব যোগান**
  - কর হার বৃদ্ধি না করে কর নেট সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির করদাতার জন্য কর হারের বিদ্যমান ধাপসমূহ অপরিবর্তিত ও এলাকা ভিত্তিক ন্যূনতম করের বিদ্যমান হার এবং কোম্পানি করদাতার আয়করের বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;

- **সমতা ও ন্যায্যতা: সারচার্জ**
  - ব্যক্তি-করদাতার নীট পরিসম্পদের প্রদর্শিত মূল্যের ভিত্তিতে আরোপিত সারচার্জের বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
  - সিগারেট, বিড়িসহ সকল তামাকজাত পণ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং এসব পণ্য ভোগের কারণে স্বাস্থ্যখাতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী করদাতার উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ আরোপ করা হয়েছে;
- **প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা ও ব্যবসা পরিচালনা সহজীকরণ**
  - অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে তৈরি পোশাক খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০১৭-১৮ কর বছরে এ খাতের কর হার ২০ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;
  - অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় নির্মিত national highways, expressways, flyovers, elevated and at-grade expressways, subway ইত্যাদি অবকাঠামো খাতকে শর্ত সাপেক্ষে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
  - Alternative Investment Fund কে কর অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে ;
  - তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে কর অব্যাহতি তালিকা পুনর্বিন্যাস করে কয়েকটি নতুন খাতকে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। খাতগুলো হলো: Software or application customization, Website development, Website hosting, Digital data analytics, Software test lab services, Overseas medical transcription, Robotics process outsourcing এবং Cyber security services;
  - পুঁজিবাজারে ইতিবাচক প্রভাব রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর আয়কে ৫ বছরের জন্য ১০০% কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
  - যে সকল কোম্পানি করদাতার রিটার্ন দাখিলের বর্তমান সময়সীমা ১৫ জুলাই সে সকল কোম্পানী করদাতার জন্য এ সময়সীমা বর্ধিত করে ১৫ সেপ্টেম্বর করা হয়েছে;
- **সামাজিক দায়িত্ব**
  - বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত সম্মানী বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী দু:স্থ ভাতা বা অনুরূপ কল্যাণভাতাকে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
  - সকল জাতীয় পদক/পুরস্কারকে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
  - ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মী বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে উন্নত মানের বাস ও মিনিবাস প্রচলনে প্রণোদনা প্রদানের স্বার্থে অবচয় পরিগণনায় বাস ও মিনি বাসের ক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ টাকার যে সর্বোচ্চ ক্রয়সীমা ছিল তা প্রত্যাহার করা হয়েছে;
  - Elderly care home পরিচালনা হতে অর্জিত আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- **পরিবেশ**
  - পরিবেশ দূষণরোধ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে এবারের করনীতিতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ বিবেচনায় তৈরি পোশাক খাতের যে সকল কোম্পানি-করদাতার কারখানার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত green building certification থাকবে সে সকল কোম্পানির কর হার ২০ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;
- **আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা**
  - কর ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সংস্কারসমূহ গৃহীত হয়েছে-
    - (ক) অনলাইনে রিটার্ন, আপীল আবেদন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদনসহ বিবিধ আবেদন গ্রহণ;
    - (খ) সিস্টেম জেনারেটেড আদেশ, নোটিশ, সনদ ইত্যাদি ইস্যু;
    - (গ) করদাতার হিসাব, বিবরণী, দলিল, উপাত্ত ইত্যাদি ইলেকট্রনিক বিন্যাসে বা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে কর বিভাগের নিকট দাখিলের বিধান প্রবর্তন;
- **সহজীকরণ,স্পষ্টীকরণ ও পরিপালন**
  - ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার কর পরিপালন আরো সহজ করার লক্ষ্যে ২৫ লক্ষ টাকার অধিক গ্রস সম্পদ রয়েছে এরূপ করদাতার জন্য সম্পদ বিবরণী দাখিল ঐচ্ছিক করা হয়েছে । তবে করদাতা মোটর গাড়ির মালিক হলে বা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এপার্টমেন্ট বা গৃহ-সম্পত্তি ক্রয়ে তার কোন বিনিয়োগ থাকলে সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে হবে।
  - কর অডিট পদ্ধতি আরো সহজ, স্বচ্ছ ও যুগোপযোগী করা হয়েছে;
  - ব্যবসা বা পেশার নির্বাহি (executive) বা ব্যবস্থাপনা (management) পদে নিয়োজিত বেতনভোগী কর্মীর জন্য রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;
  - কর নিবন্ধনের আওতা সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
  - কয়েকটি ক্ষেত্রে উৎস করের হার পুনর্বিন্যাস ও প্রায়োগিক অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে;
  - পুন:উন্মোচিত কর মামলা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া আরো সহজ, স্বচ্ছ ও যুগোপযোগী করা হয়েছে এবং প্রায়োগিক অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে।
- **কর ব্যবস্থাপনার সংস্কার**

  ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটে তিনটি ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছিল, যা ২০১৮ সালের জুন মাসের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে-

(ক) উৎস কর খাতের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় উৎস কর ইউনিট প্রতিষ্ঠা;

(খ) ইলেক্ট্রনিক উৎস কর ব্যবস্থা প্রচলন;

(গ) কেন্দ্রীয় উৎস কর ইউনিটের অধীনে উপযুক্ত সংখ্যক উৎস কর মনিটরিং অঞ্চল গঠন;

(২) আধুনিক ও প্রযুক্তিমুখী কর তথ্য ইউনিট গঠন যা দেশের অন্যান্য সিস্টেমের সাথে আন্তঃসংযুক্ত থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতথ্য লাভ করবে এবং কর ফাঁকি উদঘাটন ও করদাতা চিহ্নিতকরণে কাজ করবে;

(৩) আন্তর্জাতিক কর ফাঁকি রোধ এবং বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ও তার উপর প্রযোজ্য কর পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক কর ব্যবস্থাপনার একটি উপযুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো সৃজন।

বক্স ৪.২: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ভ্যাট ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর খাত অন্যতম। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ভ্যাটের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৯১,০০০ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩৭.৮৮ শতাংশ বেশি। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এবং উক্ত আইন ও বিধিমালার অধীন জারিকৃত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ও আদেশসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সন্নিবেশ ও প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও নিম্নলিখিত আর্থিক সংস্কার কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে;

  (ক) মূল্য সংযোজন কর আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধানের সহজীকরণ করা হয়েছে;

  (খ) অনলাইনে মূসক নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অনলাইনে দাখিলপত্র প্রদানের জন্য সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে বাণিজ্যে গতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

- **স্থানীয়ভাবে যে সকল পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছেঃ**

  (ক) তথ্য প্রযুক্তি সেবার জন্য ব্যবহৃত স্থান/স্থাপনা ভাড়ার বিপরীতে প্রযোজ্য ভ্যাট;
  (খ) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার (আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে);
  (গ) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এয়াকন্ডিশনার (আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে);
  (ঘ) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মোটরসাইকেল এবং মোটরসাইকেল পার্টস (উৎপাদন পর্যায়ে);
  (ঙ) পরিশোধিত সয়াবিন তেল (উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে);
  (চ) পরিশোধিত পাম অয়েল (উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে);
  (ছ) Blended Vegetable Oil (উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে);
  (জ) মেডিটেশন সেবা।

- **কতিপয় পণ্য ও সেবার বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক পরিবর্তন/ বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ**

পণ্যের বিবরণ	সম্পূরক শুল্কের বিদ্যমান হার	সম্পূরক শুল্কের পরিবর্তিত হার
পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত এরূপ সকল ধরনের বার্গার, স্যান্ডউইচ, চিকেন ফ্রাই, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ, হট ডগ, পিৎজা।	০%	১০%

- **জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে তামাকজাত পণ্যের মূল্য ও শুল্ক হার বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ**

(ক) সিগারেটঃ

পূর্বের মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা	পূর্বের করভার	বিদ্যমান মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা	বিদ্যমান করভার (সম্পূরক শুল্ক হার)
২৩.০০ টাকা	৫০%	২৭.০০ টাকা	৫২%
		৩৫.০০ টাকা	৫৫%
৪৫.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৩%	৪৫.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৩%
৭০.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৫%	৭০.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৫%

(খ)বিড়ির ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ

পণ্যের বিবরণ	পূর্বের ট্যারিফ মূল্য ও একক	বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্য	সম্পূরক শুল্ক হার
যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিত হাতে তৈরি বিড়ি (ফিল্টার বিযুক্ত)	২.২৫ টাকা (৮ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	৪.০০ টাকা	৩০
	৩.৪০ টাকা (১২ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	৬.০০ টাকা	৩০
	৭.১০ টাকা (২৫ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	১২.৫০ টাকা	৩০
যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিত হাতে তৈরি বিড়ি (ফিল্টার সংযুক্ত)	৩.৮৫ টাকা (১০ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	৬.০০ টাকা	৩৫
	৭.৭৫ টাকা (২০ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	১২.০০ টাকা	৩৫

- **তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য গৃহীত কার্যক্রমঃ**

  (ক) কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশের উপর (ব্যবসায়ী পর্যায়ে) অব্যাহতি প্রদান;

  (খ) হাই-টেক পার্কের ক্ষেত্রে 'যোগানদার' সেবা (পেট্রোলিয়াম জাতীয় দ্রব্যাদি ব্যতীত) ও বিদ্যুৎ বিতরণকারী সেবার বিপরীতে মূসক অব্যাহতি সুবিধা প্রদান;

- **অন্যান্য যে সব ক্ষেত্রে পরিবর্তন/সংশোধনী আনা হয়েছে:**

  (ক) ব্যাংক ডিপোজিটের আবগারী শুল্কের হার যৌক্তিকীকরণ;

  (খ) এয়ার টিকিটের আবগারী শুল্ক যৌক্তিকীকরণ;

  (গ) দেশীয় ভারী প্রযুক্তিগত শিল্পের বিকাশ ও প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি বাণিজ্যের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার ও এয়াকন্ডিশনার এর ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ ;

বক্স ৪.৩: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শুল্ক ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিদ্যমান ১%, ৫%, ১০%, ১৫% ও ২৫% আমদানি শুল্ক হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
- বিদ্যমান ১১ স্তরের সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
- সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক হার ৩% প্রযোজ্য রয়েছে এমন প্রায় সকল পণ্যে ২৫% রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ করা হয়েছে।
- কৃষিকাজের জন্য অত্যাবশ্যক বিভিন্ন উপকরণ (যেমন-সার, বীজ, কীটনাশক), অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য (যেমন-ডাল, গম, ভোজ্য তেল, পেঁয়াজ) এবং জীবন রক্ষাকারী ঔষধ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক মওকুফ সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- ধান চালের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে চাউল আমদানির উপর ২% আমদানি শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে।
- মোবাইল/আইপ্যাড/ল্যাপটপ এর স্থানীয় সংযোজন ও উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ খাতের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য উপকরণ আমদানিতে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে শুল্ক কর রেয়াতি সুবিধা প্রদান-করা হয়েছে।
- দেশীয় উৎপাদনকারী/সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানকে সক্ষমতা প্রদানের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ তৈরি অবস্থায় আমদানিকৃত মোবাইল ফোনের আমদানি শুল্ক ৫% হতে বৃদ্ধি করে ১০% করা হয়েছে।
- দেশে উৎপাদিত হয় এমন সফটওয়্যারের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- দেশে মোটরসাইকেল শিল্পের বিকাশের স্বার্থে প্রগতিশীল উৎপাদন পরিকল্পনার আওতায় আমদানিতব্য যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ শর্তসাপেক্ষে রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।
- জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব হাইব্রিড গাড়ীকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে নতুন ও রি-কন্ডিশন্ড উভয় প্রকার হাইব্রিড গাড়ির সম্পূরক শুল্ক হার হ্রাস করা হয়েছে।
- সদ্যজাত শিশুর পরিচর্যায় ব্যবহৃত Baby warmer এর উপর প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। একইসাথে উন্নত চিকিৎসার গবেষণা কাজে ব্যবহৃত Radioactive Isotopes এর বিদ্যমান ৫% আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- চামড়া শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত প্রয়োজনীয় Busbar trunking system এবং Electrical Panel কে মূলধনী যন্ত্রপাতির রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- দেশীয় শিল্পের সুরক্ষার স্বার্থে বিলেট এবং ইংগটের শুল্ক হারে সমতা বিধানের লক্ষ্যে সকল প্রকার ইংগটের ট্যারিফ মূল্য প্রতি মেট্রিক টন ৩৮০ ডলার এবং ২০% রেগুলেটরি ডিউটি ও ১৫% মূসক আরোপ করা হয়েছে।
- ইস্পাত শিল্পের প্রাথমিক কাঁচামাল পিগ আয়রন, স্পঞ্জ আয়রন এবং স্ক্র্যাপ এর শুল্ক হার যৌক্তিকীকরণ করে এর উপর ০% আমদানি শুল্ক, ৫% রেগুলেটরি ডিউটি এবং ১৫% মূসক আরোপ করা হয়েছে।
- সিরামিক শিল্পের প্রতিরক্ষা সুবিধা অধিকতর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ট্যাঙ্ক , অ্যালুমিনা লাইনার, মাইকা ইত্যাদি কাঁচামালের আমদানি শুল্ক ১০% হতে হ্রাস করে ৫ % করা হয়েছে।
- ব্যাটারি শিল্পকে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে এই সেক্টরের কাঁচামাল জিংক ক্যালট, এন্টিমনি,আর্সেনিক এর আমদানি শুল্ক ১০% হতে হ্রাস করে ৫% করা হয়েছে।
- অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা স্থাপনে প্রয়োজনীয় পণ্যে ৫% এর অতিরিক্ত সকল শুল্ক-কর মওকুফ করা হয়েছে।
- মোল্ড তৈরির যাবতীয় কাঁচামালে ১% এর অতিরিক্ত সকল শুল্ক-কর মওকুফ প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
- পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তামাকজাত পণ্যের স্থানীয় উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে তামাকজাত পণ্যের উপর ২৫% রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।
- কালি প্রস্তুতকারী শিল্পের কাঁচামাল Organic composite solvent এর আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে।
- স্থানীয় টেলিভিশন প্রস্তুতকারী শিল্পকে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে Self adhesive tape এর আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে।
- পরিবেশ বান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত কাগজের কাপ, থালা, বাটি ইত্যাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাঁচামাল Bleached paper এর আমদানি শুল্ক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ২৫% হতে হ্রাস করে ১৫% করা হয়েছে।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা তৈজসপত্র প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রয়োজনীয় পার্টস আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- Busbar trunking system প্রস্তুতের প্রধান কাঁচামাল কপার বার এর আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে।
- স্থানীয় শিল্পকে প্রণোদনা প্রদানের জন্য Printed circuit board এর আমদানি শুল্ক ১০% থেকে হ্রাস করে ৫% করা হয়েছে।
- ট্যারিফ সংস্কার, ডিজিটালাইজেশনসহ নানামুখি আধুনিকায়ন পদক্ষেপের পাশাপাশি শুল্কায়নের ভিত্তি হিসাবে যাচাই ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমদানীতব্য বেশকিছু বাণিজ্যিক পণ্যের উপর ন্যূনতম মূল্য ধার্য করে গত অর্থবছরে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।

রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর আওতায় ২,৪৮,১৯০.০০ কোটি টাকা কর-রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১,২৬,৩৫৭.১০ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৫১ শতাংশ)। এ সময়ে এনবিআর কতৃর্ক কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫.৬৪ শতাংশ। খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায় কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় ও আমদানি পর্যায়সহ)। মোট রাজস্ব সংগ্রহে আয়করও বর্ধিত অবদান রাখছে, রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক প্রবণতা। অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ে এ দুটি খাতে আরো গতি সঞ্চার হবে মর্মে আশা করা যায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ১,৮৫,০০০ কোটি টাকার বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ১,৮৫,০০৩.৬৯ কোটি টাকা (১০০ শতাংশ) অর্জিত হয়েছে। সারণি ৪.২ ও লেখচিত্র ৪.২-এ ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৪.২ঃ খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(কোটি টাকায়)

রাজস্ব আদায়ের খাতসমূহ	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*
আমদানি শুল্ক	১৩২২৭.৫৫	১৩৫৪০.৮২	১৫৩৪৩.৩৮	১৮০১৬.৫৮	২১১৪২.৯১	১১৯০৬.৬০
মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে)	১৪৮৪৬.৪৮	১৫৩১৮.৯০	১৭৬৯২.১২	২০৫৮৩.৮৬	২৫৫৫৩.৬২	১৩৮৬৫.২৩
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	৪২০৫.০১	৪৩৪৪.৪৩	৫২৫৭.৪০	৬৫৬০.২	৭৬১১.২৭	৩৯১৭.৪১
রপ্তানি শুল্ক	৩৩.৪৭	২৬.৪৬	৩৯.৫৮	৩২.৭৫	২২.৬৮	২৩.০১
উপ মোট	**৩২৩১২.৫১**	**৩৩২৩০.৬১**	**৩৮৩৩২.৪৮**	**৪৫১৯৩.৩৯**	**৫৪৩৩০.৪৮**	**২৯৭৩২.২৫**
আবগারী শুল্ক	৭৭২.৫৩	৮২২.৩৯	৯৫৪.৭১	১৫৮২.০৩	১৮১৬.৮৫	১০২৮.৮২
মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে)	২৬৩৬৭.২৬	২৯২৫২.১১	৩২২৭৬.৯০	৩৪৮৬২.৮২	৪০৬৪৯.৪৯	২১৯৫১.২৯
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	১১৯৮৫.২৯	১৩৬৪৭.১৯	১৫৭৬২.০৩	১৯৬৩০.৯৬	২৪৪২২.৫১	১৩২২.৫০
টার্ণ ওভার ট্যাক্স	৩.৬৮	৪.৭২	৪.৭৫	৪.৮৫	২.৬০	১.৫০
উপ মোট	**৩৯১২৮.৭৬**	**৪৩৭২৬.৪১**	**৪৮৯৯৮.৩৯**	**৫৬০৮০.৬৬**	**৬৬৮৯১.৪৫**	**৩৫৭০৫.৩৯**
মোট পরোক্ষ কর	**৭১৪৪১.২৭**	**৭৬৯৫৭.০২**	**৮৭৩৩০.৮৭**	**১০১২৭৪.০৫**	**১২১২২১.৯৩**	**৬৫৪৩৭.৬৪**
আয়কর	৩৭১২০.৬৫	৪২৯১৫.৫০	৪৮৫২৫.০০	৫৩৩২৫.৯৬	৬২৭২৯.২৪	২৭৪৭৪.২৪
অন্যান্য কর ও শুল্ক	৫৮৯.৮১	৬৪০.৩১	৬৬৮.১১	৯১৮.৭১	১০৫২.৫২	৫৪৮.৩৩
মোট প্রত্যক্ষ কর	**৩৭৭১০.৪৬**	**৪৩৫৫৫.৮১**	**৪৯৩৯৩.১১**	**৫৪২৪৪.৬৭**	**৬৩৭৮১.৭৬**	**২৮০২২.৫৭**
সর্বমোট	**১০৯১৫১.৭৩**	**১২০৫১২.৮৩**	**১৩৬৭২৩.৯৮**	**১৫৫৫১৮.৭২**	**১৮৫০০৩.৬৯**	**৯৩৪৬০.২১**
এনবিআর রাজস্বে পরোক্ষ কর (%)	**৬৫.৪৫**	**৬৩.৮৬**	**৬৩.৮৭**	**৬৫.১২**	**৬৫.৫২**	**৭০.০২**
এনবিআর রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর (%)	**৩৪.৫৫**	**৩৬.১৪**	**৩৬.১৩**	**৩৪.৮৮**	**৩৪.৪৮**	**২৯.৯৮**

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। * ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৪.২: খাতভিত্তিক এনবিআর রাজস্ব আহরণের তুলনামূলক চিত্র (%)

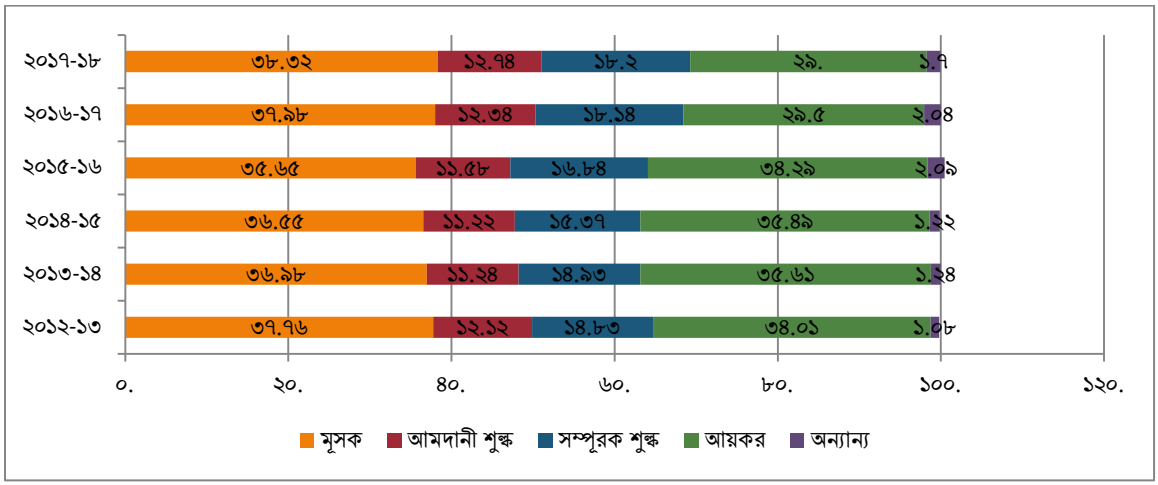

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। * ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত।

সারণি ৪.২ ও লেখচিত্র ৪.২ হতে দেখা যাচ্ছে যে, আয়কর এবং মূল্য সংযোজন কর (মূসক) রাজস্ব আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। বরাবরের মতো মূল্য সংযোজন কর শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসের উপাত্ত অনুসারে এনবিআর রাজস্বের ৩৯ শতাংশ এ উৎস হতে আহরিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে এনবিআর রাজস্বে এ খাতের অবদান ৩৬-৩৮ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। রাজস্ব আয়ে আয়করের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আয়কর খাত হতে রাজস্ব আয়ের হার ২০১০-১১ অর্থবছরের ২৮.৯৮ শতাংশ হতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম আট মাসের উপাত্ত অনুসারে এ হার হ্রাস পেয়ে ৩১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আয়কর আহরণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি সত্ত্বেও বিগত কয়েক বছরে ৬৪-৭০ শতাংশ রাজস্ব আহরিত হচ্ছে পরোক্ষ উৎস হতে।

সরকারি ব্যয়

সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ ব্যবহার তথা অর্থ ব্যয় অপরিহার্য। চলতি অর্থবছর এবং বিগত অর্থবছরসমূহে সরকারের অনুন্নয়নমূলক ব্যয়, উন্নয়নমূলক ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় এবং জিডিপি'র শতকরা হিসেবে তাদের অনুপাত সারণি ৪.৩ ও লেখচিত্র ৪.৩ -এ দেখানো হলো:

লেখচিত্রঃ ৪.৩: সরকারি ব্যয়

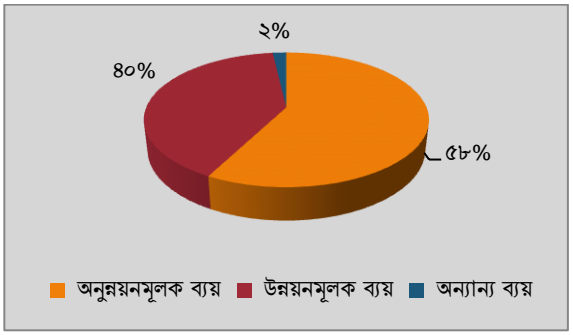

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
*২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

সারণি ৪.৩ঃ সরকারি ব্যয় (কোটি টাকায়)

	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*
(ক) অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	১১০৬২৭	১৩৪৯০৭	১৪৯৩৯৯	১৫৬৫৯২	১৭৫১৩৬	২০৩৩৪৯
(খ) উন্নয়নমূলক ব্যয়	৫৭৭৫১	৬৫১৪৫	৮০৪৭৬	৮১৪০৭	৮৫৬১০	১৫৩৬৮৮
(গ) অন্যান্য ব্যয়	২০৯৪৮	১৬১৭০	৯৭৯৩	২১৭	৩৫৯৫	৭২২৮
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	১৮৯৩২৬	২১৬৬২২	২৩৯৬৬৮	২৬৪৫৬৪	২৬৭৯৩৮	৩৭১৪৯৫
	জিডিপি'র শতকরা হিসেবে (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)					
(ক) অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	৯.২৩	১০.০৪	৯.৮৬	৯.৪৬	৮.৮৬	৯.১০
(খ) উন্নয়নমূলক ব্যয়	৪.৮২	৪.৮৫	৫.৩১	৫.৫৪	৪.৩৩	৬.৮৭
(গ) অন্যান্য ব্যয়	১.৭৫	১.২০	০.৬৫	০.২৯	০.১৮	০.৩২
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	১৫.৭৯	১৬.১২	১৫.৮১	১৫.৩০	১৩.৫৬	১৬.৬১

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপি বহির্ভূত কাবিখা, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে নীট খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম হিসাব অন্তর্ভুক্ত।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ ও ব্যয়

দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার প্রতিবছর স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্থাৎ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র আকার সর্বমোট ১,৫৭,৫৯৪.৩৯ কোটি টাকা (সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নসহ) যার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ৯৬,৩৩১ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৫২,০৫০ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দসহ সর্বমোট ১,৬৫৮টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১,৩৬৫টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১৪৩টি, জেডিসিএফ অর্থায়নকৃত প্রকল্প ৩টি এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ১৪৭টি প্রকল্প। সারণি-৪.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যেখানে প্রকল্প সংখ্যা ছিল ১,৫৮১টি সেখানে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে মোট প্রকল্প সংখ্যা হলো ১,৬৫৮টি।

সারণি ৪.৪ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা (মূল এডিপি)	এডিপি বরাদ্দ			প্রকল্প সংখ্যা (আরএডিপি)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			ব্যয় (সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ব্যয় %)		
		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট (%)	টাকা (%)	প্রঃ সাঃ (%)
২০১৭-১৮*	১৩০৮	১৬৪০৮৫	৯৬৩৩১	৫৭০০০	১৬৫৮	১৪৮৩৮১	৯৬৩৩১	৫২০৫০	৭১৯৪০ (৪৮%)	৩৮৮৬৮ (৩৮%)	২৯১১৫ (৫৬%)
২০১৬-১৭	১১২৩	১১০৭০০	৭০৭০০	৪০০০০	১৫৮১	১১৯২৯৬	৮৬২৯৫	৩৩০০০	১০৭০৮৫ (৯০%)	৭৮৮১৬ (৯১%)	২৮২৬৯ (৮৬%)
২০১৫-১৬	১১২৪	৯৭০০০	৬২৫০০	৩৪৫০০	১৫৫৭	৯১০০০	৬১৮৪০	২৯১৬০	৮৩৫৮১ (৯২%)	৫৮৩৫৭ (৯৪%)	২৫২২৪ (৮৭%)
২০১৪-১৫	১১৮৭	৮০৩১৫	৫২৬১৫	২৭৭৭০	১৪৫৭	৭৫০০০	৫০১০০	২৪৯০০	৬৮৫২৪ (৯১%)	৪৬০৮০ (৯২%)	২২৪৪৪ (৯০%)
২০১৩-১৪	১০৪৬	৬৫৮৭০	৪১৩০৭	২৪৫৬৩	১২৫৪	৬০০০০	৩৮৮০০	২১২০০	৫৬৭৪৭ (৯৫%)	৩৮০৫১ (৯৮%)	১৮৬৯৬ (৮৮%)
২০১২-১৩	১০৩৭	৫৫০০০	৩৩৫০০	২১৫০০	২১০৫	৫২৩৬৬	৩৩৮৬৬	১৮৫০০	৫০০৩৫ (৯৬%)	৩৩৬৩৯ (৯৯%)	১৬৩৯৬ (৮৯%)

উৎসঃ কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি। **নোটঃ** এডিপির হিসাব সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত * ব্যয় মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত।

সারণি-৪.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৫২,৩৬৬ কোটি টাকা যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪৮,৩৮১.০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়কালে প্রকল্প সংখ্যা ও আকার বৃদ্ধি পেয়েছে, একই সাথে বাস্তবায়ন হারেও বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র বাস্তবায়নের হার ৯০ শতাংশ হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়ন হার ৪৮ শতাংশ যা একই সময়ে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দের গঠনবিন্যাস

খাতভিত্তিক এডিপি বরাদ্দের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবহণ খাতে বর্ধিত বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ করে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরির প্রয়াস অব্যাহত রাখা হয়েছে। একইভাবে আর্থ-সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো খাতে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধির প্রবণতা সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতিপূর্ণ। নিচের সারণি ৪.৫ ও লেখচিত্র ৪.৪ এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি সংশোধিত বরাদ্দের গঠন বিন্যাস দেখানো হলোঃ

সারণি ৪.৫ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	২০১২-১৩		২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	
সেক্টর	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%
১. কৃষি	২৯০৫.৭৬	৫.০৯	৩৫২৭.৫৩	৫.৫৪	৪১৬৮.১৯	৫.৩৫	৪৯৯১.৮৫	৫.১৫	৫৭৫৭.৬০	৪.৮৩	৫২৮৩.৫২	৩.৫৬
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	৬৭১২.৪৭	১১.৭৫	৬৯৭৭.১৫	১০.৯৫	৭৮৪০.০৯	১০.০৭	৮৬৭৭.০২	৮.৯৫	১০৭৬১.৪৭	৯.০২	১৬৭২২.০০	১১.২৭
৩. পানি সম্পদ	১৫৯৩.২৫	২.৭৯	১৮৮৯.৩৮	২.৯৭	২০৩৫.৯২	২.৬২	২৯১০.৪৬	৩.০০	৩৩৪২.১১	২.৮০	৪১৪৭.৩১	২.৮০
৪. শিল্প	১৯২৪.১৮	৩.৩৭	৩১৪৪.৮২	৪.৯৪	২১৭৮.৩২	২.৬১	১৪৭৭.১৫	১.৫২	১২১১.৮৪	১.০০	১৫৬৩.৫৫	১.০৫
৫. বিদ্যুৎ	৮৫৬৯.০৪	১৫.০০	৮০৬৬.১১	১২.৬৬	৮২২৩.৭১	১০.৫৬	১৬৪৮৫.১৭	১৭.০০	১৭৯৩৩.৫০	১৫.০৩	২২৩৪০.৩২	১৫.০৬
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৩৩৯১.৯৩	৫.৯৪	৩৭৭৫.০৭	৫.৯৩	২২০৯.৩৩	২.৮৪	১৯৯৩.৯৭	২.০৬	২৩৯৫.৯৯	২.০০	১৩৪৬.৪৮	০.৯১
৭. পরিবহণ	৮৮৭৮.৩২	১৫.৫৪	১০৭৫৭.২৮	১৬.৮৯	১৭৬৩২.৩০	২২.৬৫	২১৭৭৫.৯১	২২.৪৫	২৭৯৪৪.৭৩	২৩.৪২	৩৭৫১৩.২২	২৫.২৮
৮. যোগাযোগ	৯৩৭.৬০	১.৬৪	৮০৮.৭৬	১.২৭	১০২৩.১৬	১.৩১	১৮৫৬.৩১	১.৯১	১৯৩৫.১১	১.৬২	৯৩৭.৪৪	০.৬৩
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৭০০৪.২২	১২.২৬	৬২১৮.৭১	৯.৭৬	৮৩৪৭.৫৭	১০.৭২	১১১৬৮.৮৯	১১.৫১	১৬৫৯২.২২	১৩.৯১	১৫১৪৬.৮৩	১০.২১
১০. শিক্ষা ও ধর্ম	৬৬২৮.৬৫	১১.৬০	৮০৬৪.৯৯	১২.৬৬	৯০৯১.৪০	১১.৬৮	১০৩৩৯.০৩	১০.৬৬	১২৮৮২.৫২	১০.৮০	১৪১৮৬.৫৬	৯.৫৬

অর্থবছর	২০১২-১৩		২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	
সেক্টর	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১৭৭.৫২	০.৩১	২৬৫.৯২	০.৪২	১৬৬.৯২	০.২১	৩১০.৮৩	০.৩২	৩১৪.১৯	০.২৬	৩১৮.৬১	০.২১
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	৪০২৭.৩১	৭.০৫	৪২১৯.৭৯	৬.৬২	৫০৪১.৬১	৬.৪৮	৬০৮৩.১৮	৬.২৭	৫৬৫৫.৩৩	৪.৭৪	৯৬০৭.৫১	৬.৪৭
১৩. গণসংযোগ	৫২.০৪	০.০৯	১১১.৯	০.১৮	১০৯.৯৫	০.১৪	১২৫.৫১	০.১৩	১৭৬.০০	০.১৫	২১৯.৬৫	০.১৫
১৪.সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	৪০৯.১১	০.৭২	৪৫১.৩১	০.৭১	৪০৯.০৪	০.৫৩	৪৯০.৬৯	০.৫১	৩৪৭.১৯	০.২৯	৪৩১.৮৬	০.২৯
১৫. জন প্রশাসন	১০৩৭.২০	১.৮২	১৩৯০.৭৯	২.১৮	১৭১৮.৪৫	২.২১	২৮৬৮.৮৫	২.৯৬	২৩৬১.৩৮	১.৯৭	২১১৮.৯১	১.৪৩
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২৯৯.২০	০.৫২	১৫৫৯.০৩	২.৪৫	৪৬২৮.৮২	৫.৯৫	২৪১৮.৬০	২.৪৯	৫৪৯৯.১৬	৪.৬১	১২৫১৩.১৮	৮.৩৯
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান	২৮২.৭৫	০.৫০	৩৫৪.৪	০.৫৬	৫১১.১০	০.৬৬	৪৬৫.৮০	০.৪৮	৪৫০.৭৭	০.৩৮	৩৫৬.২৫	০.২৪
থোক/বরাদ্দ	**২২৮৯.৪৫**		**২১২২.২৯**		**২৬৫০.৪৩**		**২৫৬০.৭৮**	**২.৬৪**	**২৩২৩**	**১.৯৪**	**৩৫৪৭.৮০**	**২.৩৯**
সর্বমোট বরাদ্দ	**৫৭১২০.০০**		**৬৩৭০৫.২৩**		**৭৭৮৪১.৬৯**		**৯৭০০০.০০**	**১০০**	**১১৯২৯৫.৯৭**	**১০০**	**১৪৮৩৮১.০০**	**১০০**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। **নোট:** উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক।

লেখচিত্রঃ ৪.৪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র

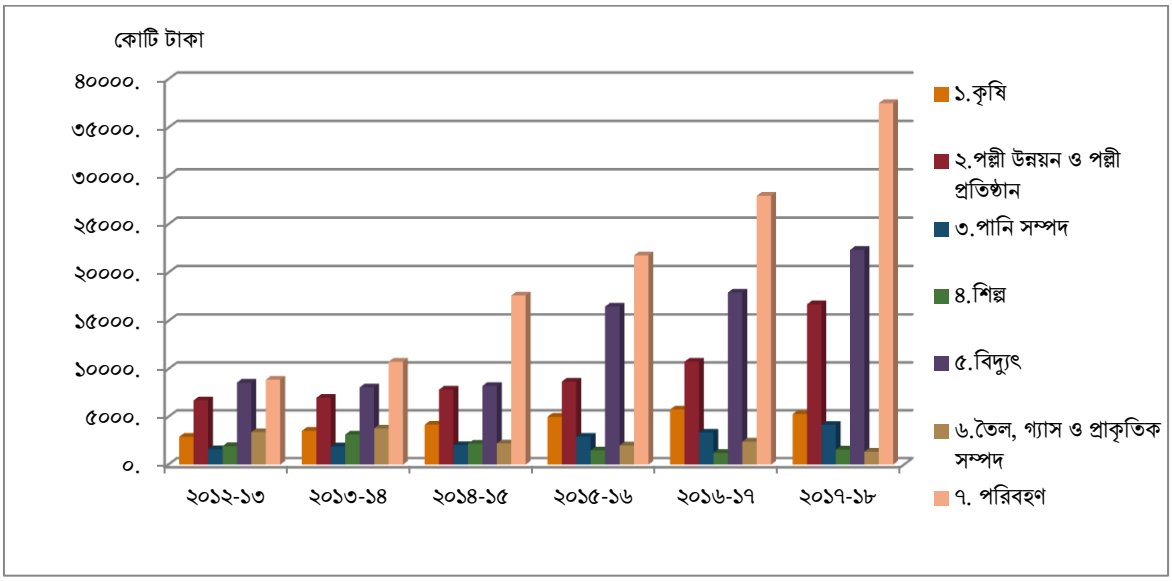

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

সারণি ৪.৫ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১২-১৩ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত এডিপিতে সেক্টর ভিত্তিক সংশোধিত বরাদ্দের ধারায় এডিপি'র ১৭টি সেক্টরের মধ্যে পরিবহণ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও ধর্ম, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টর, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টর এবং কৃষি সেক্টরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বিগত ৪টি অর্থবছরের আরএডিপিতে পরিবহণ সেক্টরে ক্রমান্বয়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বিশেষ করে পদ্মা বহুমূখী সেতু নির্মাণ কাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করায় ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ প্রকল্পের অনুকূলে ৪,৭০৩.১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করায় পরিবহণ সেক্টরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়, যা ঐ অর্থবছরে মোট এডিপি বরাদ্দের ২৫.২৮ শতাংশ। বিদ্যুৎ সেক্টরেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখায় এ সেক্টরে বরাদ্দ গত ৫টি অর্থবছরের মোট উন্নয়ন বরাদ্দের যথাক্রমে ১৫ শতাংশ, ১২.৬৬ শতাংশ, ১০.৫৬ শতাংশ, ১৭ শতাংশ ও ১৫.০৬ শতাংশ। বিদ্যুৎ সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ মেগা প্রকল্প - 'মাতারবাড়ি আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প' সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ সেক্টরে বরাদ্দ বৃদ্ধি পায় ২২,৩৪০.৩২ কোটি টাকায়, যা সংশোধিত এডিপি'র ১৫.০৬ শতাংশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে

৮,৯০৮.২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করায় এ সেক্টরে মোট ১২,৫৯৩.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যা মোট আরএডিপি বরাদ্দের ৮.৩৯ শতাংশ। সরকার এ সময়ে পরিবহণ ও বিদ্যুৎ সেক্টরের পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট ছিল। শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরে উন্নয়ন বরাদ্দ মোট এডিপির ১০.৮০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৯.৫৬ শতাংশ হলেও পরিমাণের দিক থেকে পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে বেশি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। একই ভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টরে গত ৪ বছরের মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দের হার সর্বোচ্চ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ

সাম্প্রতিক পাঁচ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) র আকার পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য আকারে বড় হওয়া সত্ত্বেও এডিপিতে গড়ে প্রায় ৬৪ শতাংশের বেশি সম্পদ যোগান দেয়া হয়েছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়াকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সারণি ৪.৬ -এ বিগত কয়েক বছরের এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৪.৬ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ (সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী)

(কোটি টাকায়)

	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
এডিপি	৫২,৩৩৬	৬৩,৯৯১	৭৭,৮৩৬	৯৩,৯০৫	১,১৯,২৯৬	১,৪৮,৩৮১
মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৩৮,৬২০	৩৮,৮০০	৫০,১০০	৬১,৮৪০	৭৭,৭০০	৯৬,৩৩১
এডিপি'র শতকরা হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৭৩.৭৯	৬০.৬৩	৬৪.৩৭	৬৫.৮৫	৬৫.১৩	৬৪.৯২

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। **নোটঃ** উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ যোগান ছিল ৭৩.৭৯ শতাংশ, যা এ যাবত কালের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ। পরের বছরেই ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে ৬০.৬৩ শতাংশ হলেও আবার বৃদ্ধির ধারায় পরিবর্তন আসে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৬৫.৮৫ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উক্ত একই উৎস হতে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ দেয়া হয় ৬৪.৯২ শতাংশ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত কল্পে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনাকে আইনী কাঠামোয় পরিচালনার জন্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) আওতাধীন সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এপ্রিল ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিটিইউ প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন (পিপিআর)-২০০৩ জারি করা হয়। অতঃপর অধিকরতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন (পিপিএ)-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর)-২০০৮ জারি করা হয়। পিপিআর-২০০৮ এর আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আইএমইডি'র অধীনে সিপিটিইউ এর তত্ত্বাবধানে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর উপর ভিত্তি করে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং দ্রুততম সময়ে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের বিষয়টিকে অন-লাইনে সম্পাদন করার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বা ই-জিপি ব্যবস্থা ২ জুন ২০১১ সালে প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-জিপি প্রবর্তনের জন্য বাংলাদেশ ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম কেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্যে ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং উচ্চতর গতি সম্পন্ন নতুন ডাটা সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ই-জিপি সেবা সার্বক্ষণিক চালু রাখার নিমিত্ত ২৪/৭ হেল্প ডেস্ক চালু রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১,৩১৯টি সরকারি ক্রয়কারী সংস্থার মধ্যে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ১,২১৪টি ক্রয়কারী সংস্থা ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়েছে। নিবন্ধিত সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও দরদাতাদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। নিবন্ধিত ১,২১৪টি সংস্থার মধ্যে ১,২০৭টি সংস্থার ২,৪১৩ জন কর্মকর্তাকে ই-জিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিবন্ধিত সংস্থাসমুহের কর্মকর্তা ও দরদাতাদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। নিবন্ধিত ক্রয়কারী সংস্থার মধ্যে ১,২০৭টি সংস্থার ২,৪১৩ জন Organization Admin-কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। নিবন্ধিত ১,২১৪টি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ৫,৮১৫ জন ক্রয়কারীর প্রশিক্ষণের পর Organization Admin কর্তৃক ৫,৮১৫ জন ক্রয়কারীকে ই-জিপিতে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ৮,৬৮৮ জন কর্মকর্তাকে User প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। নিবন্ধিত ৩,৩৮৮ জন দরদাতাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২২০ জন ব্যাংক কর্মকর্তাকে ToT প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৪টি সরকারি সংস্থা যথাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর দপ্তরে সরকারি ক্রয়ে পাইলট ভিত্তিতে ই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। একই সঙ্গে ৭৩,৯০৯টি দরদাতা/ প্রতিষ্ঠান ই-জিপি'তে নিবন্ধিত হয়েছে এবং ই-জিপি সিস্টেমে ১,৬৩,৮২০৯টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

'বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯'-এ বার্ষিক বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখার জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত রয়েছে। সারণি ৪.৭ ও লেখচিত্র ৪.৫-এ বিগত কয়েক বছরের বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়নের উপাত্ত উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ৪.৭: জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	-৪.১৪	-৪.৪৩	-৫.০০	-৫.০০	-৪.৭	-৫.০
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদানসহ)	-৩.৭০	-৩.৯৯	-৪.৬০	-৪.৭০	-৪.৯৯	-৪.৮০
নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.৭১	৩.০৫	৩.৬১	৩.৫৯	৩.৫৩	২.৯৬
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত)	০.৯৯	০.৯৪	১.০৫	১.৫৬	১.২২	১.৮৫
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদানসহ)	১.৪৩	১.৩৮	১.৪২	১.৮৫	১.৪৬	২.০৫

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক। নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক; জিডিপির ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬।

*অর্থ বিভাগের iBAS^{++} এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রকৃত ব্যয় অনুযায়ী , ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপির শতকরা হারে সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত) দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩.৯০, ৩.৫৪ , ৩.৮১, ৩.৭৭ ও ৩.৩৯ শতাংশ।

লেখচিত্রঃ ৪.৫ জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

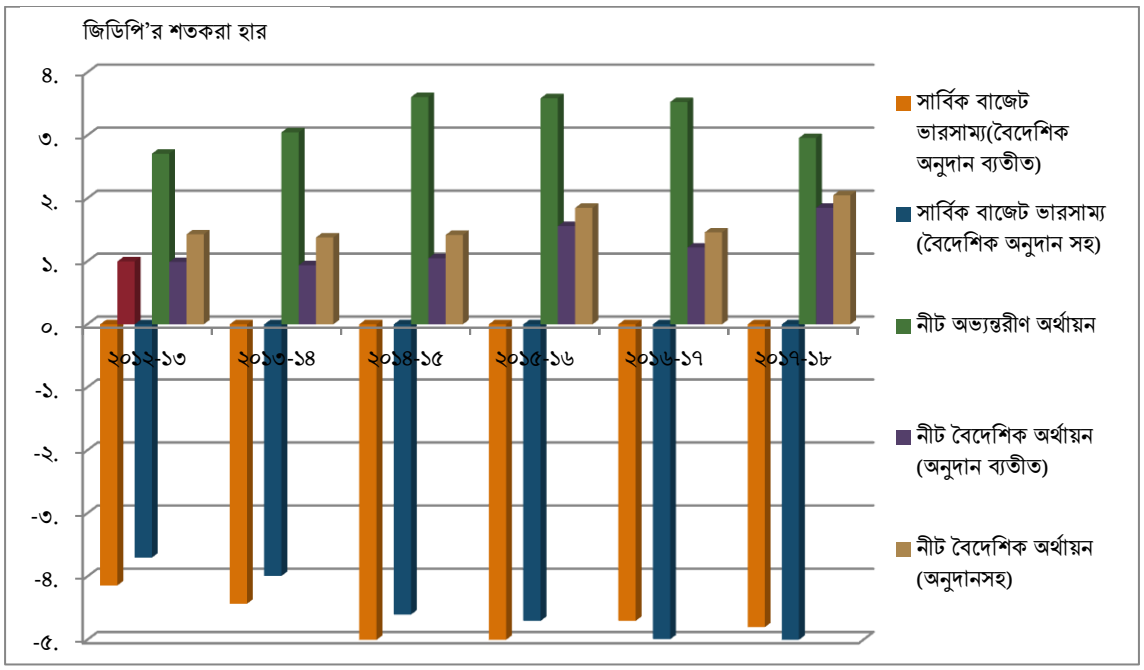

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। জিডিপির ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬।

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত সার্বিক বাজেট ঘাটতি ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে রয়েছে।

সরকারি ঋণ

সামাজিক কল্যাণে ব্যয় নির্বাহ, অপ্রত্যাশিত জরুরি ব্যয় মোকাবেলা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট বাজেট ঘাটতি পূরণকল্পে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণের পরিমাণ (নীট) দাঁড়ায় ৩৫,২৮৪.২০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১.৭৮ শতাংশ। এ সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণের (নীট) পরিমাণ ছিল ১৮,৪০৫.০০ কোটি টাকা এবং ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে ঋণের পরিমাণ (সঞ্চয় অধিদপ্তরের স্কীমসহ) ৫৩,৬৮৯.২০ কোটি টাকা ছিল। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে নীট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১,৬৫১.৩০ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে সরকার গৃহীত ঋণের গতিধারা লেখচিত্র ৪.৬ এবং সারণি-৪.৮ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৪.৮: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের (নীট) গতিধারা

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট)			ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ	সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	জিডিপি'র শতকরা অংশ
	বাংলাদেশ ব্যাংক	তফসিলি ব্যাংক	মোট ঋণ			
২০১২-১৩	-৬৭৭৬.৬	২৩৪৪৩.২	১৬৬৬৬.৬	৭৬৩৪.৮	২৪৩০১.৪	২.০
২০১৩-১৪	-১৭৪৯৭.৭	২৪৭০৪.৯	৭২০৭.২	১৫৩৪৪.৩	২২৫৫১.৫	১.৭
২০১৪-১৫	-১৮২১.৯	৬৮৩৯.৪	-৮৬৬১.৩	৩৪৬৮০.৩	২৬০১৯.০	১.৭
২০১৫-১৬	১২৫৪৮.৭	-৯৭৩৩.৯	২৮১৪.৮	৩৪২০৬.০	৩৫২২২.৭	২.০
২০১৬-১৭	-৫২০.২০	-১৭৮৮৪.৮০	-১৮৪০৫.০০	৫৩৬৮৯.২০	৩৫২৮৪.২০	১.৮
২০১৭-১৮*	৫৯১২.৪০	-১৬৬১৪.০০	২২৫২৬.০০	৩৪১৭৭.৭০	১১৬৫১.৩০	-

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; * জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৪.৬: অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণ

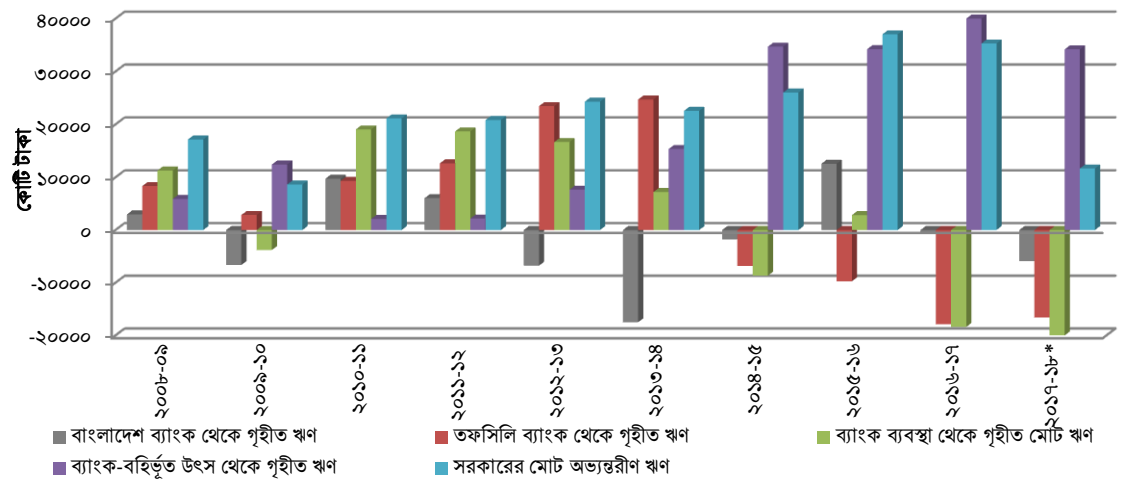

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; * জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে পরিণত করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরসমূহের বাজেটে বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরতা ক্রমহ্রাসমান হলেও অংকের দিক বিবেচনায় বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে । এ সময়কালে বিভিন্ন অর্থবছরে ঋণ ও অনুদানের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছে। তবে বাংলাদেশ

কর্তৃক গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এতে করে বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নীট সম্পদের প্রবাহের বৃদ্ধির গতিও শ্লথ, এমনকি মাঝে-মধ্যে হ্রাসও পাচ্ছে। বাংলাদেশ কর্তৃক বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের বিবরণ সারণি ৪.৯ -এ সন্নিবেশ করা হলোঃ

সারণি ৪.৯ঃ বৈদেশিক উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ ও অনুদান গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি

(মিলিয়ন ইউএস ডলার)

অর্থবছর	ঋণ ও অনুদান গ্রহণ			আসল ও সুদ পরিশোধ			নীট বৈদেশিক প্রবাহ	
	অনুদান	ঋণ	মোট	সুদ	আসল	মোট	আসল পরিশোধ পরবর্তী	আসল ও সুদ পরিশোধ পরবর্তী
১	২	৩	৪(=২+৩)	৫	৬	৭(=৫+৬)	৮(=৪-৬)	৯(=৪-৭)
২০১২-১৩	৭২৬	২০৮৫	২৮১১	১৯৬	৮৯৫	১০৯১	১৯৯৫	১৭১৯
২০১৩-১৪	৬৮১	২৪০৪	৩০৮৫	২০৬	১০৮৮	১২৯৪	১৯৯৭	১৭৯১
২০১৪-১৫	৫৫৭	২৪৭২	৩০২৯	১৮৮	৯০৯	১০৯৭	২১২০	১৯৩২
২০১৫-১৬	৫৩১	৩০৩৩	৩৫৬৪	২০২	৮৪৯	১০৫১	২৭১৫	২৫১৩
২০১৬-১৭	৪৫৯	৩২১৮	৩৬৭৭	২২৯	৮৯৪	১১২৩	২৭৮৩	২৫৫৪
২০১৭-১৮*	২০৪	৩২১৭	৩৪২১	১৮৫	৬৮২	৮৬৭	২৭৩৯	২৫৫৪

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ ৩,৬৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রাপ্তি ৩,৫৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ৩.১৭ শতাংশ বেশি। এ সময়ে দায় পরিশোধ ছিল ১,১২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের দায় পরিশোধ হতে ৬.৮৫ শতাংশ বেশি। ফলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার নীট প্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছর হতে ১.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত যে পরিমাণ বৈদেশিক সহায়তা পাওয়া গেছে সে বিবেচনায় অর্থবছরের শেষে বৈদেশিক সম্পদের নীট প্রবাহ বাড়তে পারে।

লেখচিত্রঃ ৪.৭ বৈদেশিক সাহায্যের গতিধারা

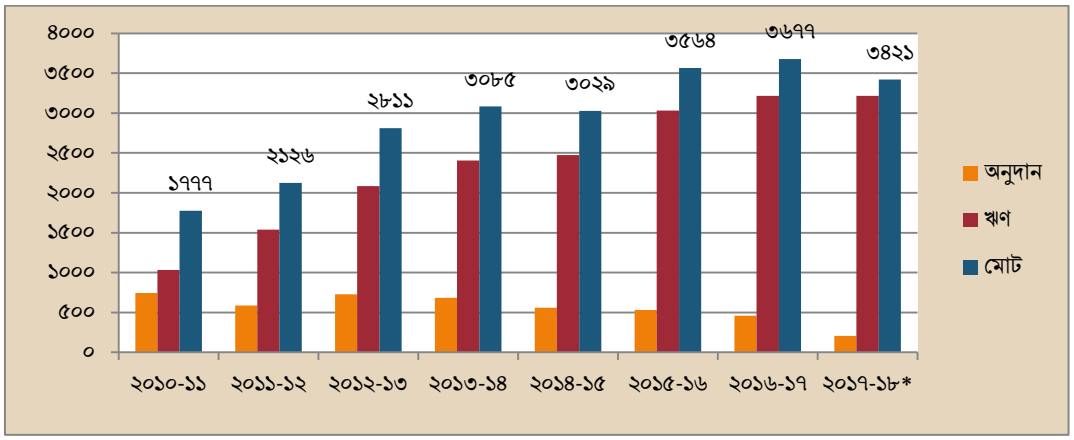

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

সারণি ৪.১০: এক নজরে বাজেট

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

বিবরণ	সংশোধিত বাজেট ২০১৭-১৮	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
রাজস্ব প্রাপ্তি (বিবরণী-১)	**২,৫৯,৪৫৪**	**২,৮৭,৯৯০**	**২,১৮,৫০০**
করসমূহ	২,৩২,৫০০	২,৫৬,৮১২	১,৯২,২৬১
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন করসমূহ	২,২৫,০০০	২,৪৮,১৯০	১,৮৫,০০০
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	৭,৫০০	৮,৬২২	৭,২৬১
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	২৬,৯৫৩	৩১,১৭৯	২৬,২৩৯
বৈদেশিক অনুদান	**৪,৪৫৬**	**৫,৫০৪**	**৪,৬৯৪**
মোট প্রাপ্তি	**২,৬৩,৯১১**	**২,৯৬,৪৯৪**	**২,২৩,১৯৪**
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	২,১০,৫৭৭	২,৩৪,০১৩	১,৯২,৯৩২
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১,৯১,৮৬৫	২,০৭,১৩৮	১,৭৮,১৫৪
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	৩৭,৯১৯	৩৯,৫১১	৩৩,৪৯৫
বৈদেশিক ঋণের সুদ	৩৫,৪০৩	১,৯৪৬	১,৮৬৩
অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়/২	২,৫১৫	২৬,৮৭৫	১৪,৭৭৮
খাদ্য হিসাব/৩	**৩,৮৯৩**	**৩৬১**	**৫৬১**
ঋণ ও অগ্রিম (নীট)/৪	**৩,৩৩৫**	**৬,৮৭৯**	**৭,৬৯১**
উন্নয়নমূলক ব্যয়	**১,৫৩,৬৮৮**	**১,৫৯,০১৩**	**১,১৫,৯৯০**
রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি/৫	২৬০	২৪৯	৩৭০
এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প	৩,১৪০	৩,৫১২	২,৯৮৭
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/৬	১,৪৮,৩৮১	১,৫৩,৩৩১	১,১০,৭০০
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (এডিপি বহির্ভূত) ও স্থানান্তর/৭	১,৯০৬	১,৯২১	১,৯৩৩
মোট-ব্যয়	**৩,৭১,৪৯৫**	**৪,০০,২৬৬**	**৩,১৭,১৭৪**
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	-১,০৭,৫৮৪	- ১,০৬,৭৭২	-৯৩,৯৮০
(জিডিপির শতকরা হার)	-৪.৮	- ৪.৮	-৪.৮
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	-১,১২,০৪১	-১,১২,২৭৬	-৯৮,৬৭৪
(জিডিপির শতকরা হার)	-৫.০	- ৫.০	-৫.০
বৈদেশিক ঋণ-নীট	**৪১,৪৪২**	**৪৬,৪২০**	**২৪,০৭৭**
বৈদেশিক ঋণ	৫০,৯১৫	৫৫,৩১৩	৩১,৫৮৭
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-৯,৪৭৩	- ৮,৮৯৩	-৭,৫১০
অভ্যন্তরীণ ঋণ	**৬৬,১৪১**	**৬০,৩৫২**	**৬৯,৯০৩**
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট)	২০,০৪১	২৮,২০৩	২৩,৯০৩
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	১৪,৯৫৫	২০,৮৮৭	৮,৫০৬
স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট)	৫,০৮৬	৭,৩১৬	১৫,৩৯৭
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)	৪৬,১০০	৩২,১৪৯	৪৬,০০০
জাতীয় সঞ্চয় কার্যক্রম (নীট)	৪৪,১০১	৩০,১৫০	৪৫,০০০
অন্যান্য	১,৯৯৯	১,৯৯৯	১,০০০
মোট অর্থসংস্থান	**১,০৭,৫৮৪**	**১,০৬,৭৭২**	**৯৩,৯৮০**
মেমোরেন্ডাম আইটেমঃ জিডিপি:	**২২৩৬৪৯৮**	**১৯৬১০১৭**	**১৯,৫৬,০৫৫**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ। **নোট:** জিডিপির ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬।